শিক্ষক বাতায়ন ম্যাগ

ডিসেম্বর'১৮- জানুয়ারি'১৯ সংখ্যা | শিক্ষকদের তৈরি ই-ম্যাগাজিন | সংখ্যা - ১৪

দেশে বিদেশে

কোরিয়ায় গ্লোবাল সিটিজেনশিপের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন

মির্জা মোহাম্মদ দিদারুল আনাম

গত ৫-৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সিউল, কোরিয়াতে অনুষ্ঠিত হলো 3rd International Conference on Global Citizenship Education (GCED): Platform on Pedagogy and Practice। এতে অংশগ্রহণের জন্য আমাকে লেসনপ্ল্যান জমা দেয়ার জন্য আহবান করা হয়। এক্ষেত্রে আমাকে একজন শিক্ষক মনোনয়ন করতে হয়েছে যিনি একটি লেসনপ্ল্যান তৈরি করে তার ভিত্তিতে এক শ্রেণিকার্যক্রমের ভিডিও ধারণ করবেন। আমাকে এই সকল কিছু করতে হয়েছে একজন মেন্টর হিসেবে। কাজটি আমার জন্য কঠিন ছিল। কারণ এমন কাউকে আমার নির্বাচন করতে হবে, যিনি দক্ষতার সাথে সকল কাজ সম্পন্ন করার সাথে সাথে মূল অনুষ্ঠানে আত্মবিশ্বাস নিয়ে তা উপস্থাপন করতে পারেন। উল্লেখ্য, এই কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের ৮ম মহাসচিব বান কি মুন। এমন একটি কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে যে শিক্ষক যাবেন তাকে তো অবশ্যই খুবই চৌকস হতে হবে। বিভিন্ন মাপকাঠি বিবেচনায় শত্রুজিতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, শালিখা, মাগুরার জনাব শাহনাজ পারভীনকে নির্বাচন করা হয়। কনফারেন্সের মূল ধারণা ছিল গ্লোবাল সিটিজেনশিপ বা বৈশ্বিক নাগরিকত্ব।

বৈশ্বিক নাগরিকত্ব বলতে মুলতঃ বিস্তৃত সমাজ ও মানবতাকেই বুঝায়। সমসাময়িক বিষয়গুলোতে বিশ্বের প্রায় সব মানুষের মিল বা চ্যালেঞ্জগুলো একই রকম, এই বিষয়গুলোই হল বৈশ্বিক নাগরিক চাহিদা। তাই জাতিসংঘ বৈশ্বিক ঘটনা নিয়ে একই রকম শিক্ষা বিষয়বলী প্রত্যেক দেশের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা যা জাতিসংঘের শিক্ষা বিষয়ক প্রথম এজেন্ডা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশনের লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও মনোভাবকে রূপান্তরিত করা যেন, সে একটি টেকসই ও একীভূত পৃথিবী গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেমন শান্তি, মানবাধিকার, টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষা পৃথিবীর অনেক দেশেই চর্চা করা হয়। এই বিষয়গুলো প্রত্যেক দেশের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্তির জন্য ইউনেস্কোর একটি শাখা এক্সপার্ট এডভাইসারি গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে। গ্লোবাল এডুকেশন শিশুকাল থেকে শুরু করে বয়স্ক শিক্ষা পর্যন্ত চলবে। অর্থাৎ এটি একটি চলমান শিক্ষা প্রক্রিয়া।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে কীভাবে এ ধারণা প্রয়োগ করব। এজন্য শিক্ষক, কারিকুলাম প্রণেতা, শিক্ষক প্রশিক্ষক বা নীতিনির্ধারকরা এই বিষয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। ইউনেস্কো কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে প্রত্যেক দেশের নিজস্বতা অনুযায়ী গ্লোবাল সিটিজেনশীপ এডুকেশন বাস্তবায়ন করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা নিয়ম মেনে গ্লোবাল সিটিজেনশীপ শিক্ষা বাস্তবায়ন হয় না। কতগুলো বিষয় সমন্বিতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত করতে হবে, যেমন, নীতিমালা প্রণয়ন, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পরিকল্পনা, যেকোন বিষয়কে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিবেচনা করা, শিক্ষকদের জন্য কর্মপূর্ব ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা জোরদার করা এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা।

যে বিষয়গুলো কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা যায় তা হলো: জলবায়ু পরিবর্তন, দ্বন্দ্ব-বিবাদ, জেন্ডার সমতা, পরিবেশ বিপর্যয়, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবস্থাপনা, মৌলবাদ, জনসংখ্যা বিষয়ক সচেতনতা, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি। জাপান, ইন্দোনেশিয়া, কলোম্বিয়া, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তিউনেশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রসমূহ ইতোমধ্যে এই সকল বিষয় অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে তাদের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে নিয়েছে। যুক্তরাজ্য তাদের কারিকুলামে গ্লোবাল সিটিজেনশিপ শিক্ষা এমনভাবে এনেছে যে, এজন্য তারা প্রতিটি বিষয়েই বৈশ্বিক বিষয়াবলীর আন্তঃসংযোগ করেছে। ৩ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও তারা পরিবর্তন এনেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈশ্বিক বিষয়াবলীর ছবি, কার্যাবলী, গল্প, ঘটনা ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করা হয়। তার অর্থ হল নিজেদের অবস্থানে থেকেও অন্যকে উপলব্ধি করা এবং এই সমস্যাগুলো নিজের ভেবে কীভাবে সমাধান করা যায় সেই শিক্ষাই তারা শিশুদের দেবার প্রচেষ্টা করছে। আন্তঃবিষয় যোগাযোগে বৈশ্বিক বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করা

চ্যালেঞ্জিং। কেননা আমাদের শিক্ষকদের নিজেদের মাঝে যোগাযোগ সাপেক্ষে বিষয়গুলো পাঠদান করাতে হবে। তবে আমাদের শিক্ষাক্রমের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ভূগোল, সাহিত্য, পৌরনীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি বিষয়সমূহে বৈশ্বিক ইস্যুগুলো অন্তর্ভূক্ত করা যায় ।

লেখক: প্রভাষক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বেডু'র কর্মশালা

গত ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর বরিশালের সেইন্ট বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা'র অধীন বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বেডু)-এর উদ্যোগে "নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানের লক্ষ্যে উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণের কন্টেন্ট প্রণয়ন" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন বেডু'র বিশেষজ্ঞদের পাশাপশি এটুআই প্রোগ্রামের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশিক্ষকগণ অংশ গ্রহণ করেন। এতে ভবিষ্যতে এসএসসি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদানের দিকনির্দেশনামূলক ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরির জন্য স্ক্রিপ্ট লেখা হয়। পরবর্তীতে এসব স্ক্রিপ্টের আলোকে ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করা হবে।

পুরো কর্মশালার সমন্বয় করেন বেডু'র ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ রবিউল কবীর চৌধুরী। এটুআই'র পক্ষ থেকে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন ই-লার্নিং স্পেশালিস্ট প্রফেসর ফারুক আহমেদ।

রিপোর্ট: শফিকুল ইসলাম দুলাল

আফরোজা নাসরীন

থাইল্যান্ডে দু'সপ্তাহ

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮। থাইল্যান্ডের স্থানীয় সময় দুপুর ৩ টায় বিমান অবতরণ করলো সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টে। সেখানে আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন দু'জন গাইড- আনি আর চু। এয়ারপোর্ট পৌঁছেই প্রত্যেকে ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করলেন। তারপর মাইক্রোবাসযোগে ব্যংককের উদ্দেশ্যে যাত্রা। জানালার গ্লাস দিয়ে দেখছিলাম শহর।ট্রাফিক-বিহীন খুবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা, নেই কোন গাড়ির হর্ন। গাড়ি চলছে দ্রুত গতিতে। রোড সিগন্যাল দেয়ার সাথে সাথে গাড়ি আপনে থেকে থেমে যায়। গাড়িতে ছোট করে লেখা আছে সিট ব্যাল্ট না বাধলে ৫ হাজার বাথ মানে বাংলাদেশী টাকায় ১৩ হাজার টাকা জরিমানা। ঠ্যালা সামলাও। আইনের চোখে ফাঁকি দেবার কোনো সুযোগ নাই।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৮ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনের শুরু হয়। প্রধান অতিথি ও উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাসেটসার্ট ইউনিভার্সিটির ইটিও বিভাগের পরিচালক Chukiat Ruksorn. সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শেষে শুরু হয় দলীয় ফটো সেশন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ফ্যাসিলিটিটর ছিলেন Mr. Sodsai Karplon . সেশন শুরু হয় কাহুট গেমের মধ্যে দিয়ে। কাহুট গেম এর মধ্য দিয়ে থাইল্যান্ডকে তুলে ধরলেন। সকলের মাঝেই ছিল উত্তেজনা। কে হবেন প্রথম? ১৭ টি প্রশ্নোত্তর শেষে রেজাল্ট ফলাফল ঘোষণা হলো। আমার নামটি দ্বিতীয় অবস্থানে শুনতেই আমার মনটা আনন্দে ভরে গেলো।

আমার জীবনের আরেকটি স্মরণীয় অধ্যায় রচিত হলো সেদিন। জাস্ট এনজয় ও আইসব্রেকিং সেশনে কয়েকটি গান পরিবেশন চলছিল। ট্রেইনাররা বাংলা গান খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ একজন এসে আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, '২০ সেপ্টেম্বর আপনার বার্থডে?' স্যার এডভান্সড বার্থডে উইশ করে চকলেট

গিফট করলেন। সুন্দর একটা মুহূর্ত। কিন্তু ভেতর ভেতর ফ্যামিলির সবাইকে খুব মিস করেছিলাম।

থাইল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা

থাইল্যান্ডে "মৌলিক শিক্ষার" জন্য নয় বছর, প্রাথমিক স্কুল ছয় বছর এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল তিন বছর বাধ্যতামূলক। পাবলিক স্কুলগুলিতে ৯ গ্রেড পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সরকার তিন বছরের ফ্রি প্রি-স্কুল এবং তিন বছরের বিনামূল্যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে। শিশুরা ছয় বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত হন এবং প্রথম থেকে প্রথম পর্যন্ত ৬ গ্রেড পর্যন্ত বাধ্যতামূলক-ভাবে উপস্থিত থাকতে হয়। প্রাথমিক স্কুলে ক্লাস প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ৭ ঘন্টা, সর্বোচ্চ ১০০ ঘন্টা প্রতি শিক্ষার সময়। মাধ্যমিক শিক্ষা ১২ বছর বয়সে শুরু হয়। এতে নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার তিন বছর, মাতায়োম ১ থেকে মাতায়োম ৩ এবং তিন বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, মাতায়োম ৪ থেকে মাতায়োম ৬। মাতায়োম ৩ (গ্রেড ৯) এর সাথে বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ হয়। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতিমূলক ট্র্যাকের উচ্চ-মাধ্যি-মক শিক্ষাকে অনুসরণ করতে পারে, বা বৃত্তিমূ-লক স্কুল প্রোগ্রামগুলিতে তাদের গবেষণা চালিয়ে যেতে পারে। হোমস্কুলিং থাইল্যান্ড আইনে স্বীকৃত। থাইল্যান্ডের সংবিধান ও শিক্ষা আইন স্পষ্টভাবে বিকল্প শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয় এবং পরিবারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করে। পরিবারকে হোম স্কুলের জন্য আবেদন করতে হয় এবং ছাত্রদের বার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়।

এ ছাড়া দূরের গ্রামের বিদ্যালয়গুলোর জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। সরকারীভাবে বিদ্যালয়ে টিভি দেয়া হয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নত পাঠদান দিতে। অনলাইনে পাঠদান করা হয় যা শিক্ষার্থীরা ঐ টিভি মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত হয়।

দলে কাজ: পরদিন সকাল ৮ টার মধ্যে ব্রেকফ-াস্ট শেষ করে ৯ টায় পৌঁছে গেলাম ইউনিভাি-র্সটি। প্রথম অধিবেশনে ফ্যাসিলিটিটর Dr. Malinee চমৎকার ম্যাথড এবং টেকনিক দিয়েই শুরু করলেন সেশন। কারো কোন সুযোগ নেই নিজেকে গুটিয়ে রাখার। জমে উঠে সেশন। ওয়ার্মআপের জন্য দুটি দলে ভাগ করা হলো। ১২জন করে একটা দল। টিম লিডার জাহাঙ্গীর স্যার পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রতি দলকে তিনটি প্রশ্ন সম্বলিত একটি করে চিরকুট দেয়া হয়। প্রশ্নগুলো ছিলো সত্য মিথ্যা জাতীয় প্রশ্ন। এবার প্রত্যেকে অপর দল থেকে একজন করে বেছে নেবে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য। ভাবলাম, এটা একটু বেশি সহজ হয়ে গেলো না? হায় হায়, এরপর দেখি দিক নির্দেশনা দেয়া হলো ইয়েস নো আপ্সারের জবাব দিতে হবে 'কেনো?'

এভাবে শেষ হলো দুই গ্রুপের চমৎকার শেয়ারিং। এরপর সবাই মিডেল পয়েন্ট ইউ হয়ে দাড়ালাম ১-২ ফেইস টু ফেইস। কিছু প্রশ্ন প্রজেক্টরে দেখানো হলো । প্রত্যেকে ব্যস্ত হয়ে গেলো একে অপরকে প্রশ্ন করা ও তার সমাধান দেয়া নিয়ে। পদ্ধতিটা ছিলো ১+২+৩+--------সবাই। শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করার চমৎকার কৌশল।

দুপুরের লাঞ্চ ইউনিভার্সিটিতেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের খাবার ও ফল রাখা আছে। সেল্ফ সার্ভিস- "যত পারো, তত খাও।" কিন্তু খাবারের সাথে আমি নিজেকে এডজাস্ট করতে পারলাম না। সেশন শেষে সবাইকে মাইক্রোতে নিয়ে গেল হোটেলে। টিমলিডাল জাহাঙ্গীর স্যার অত্যন্ত সুন্দরভাবে সকল ব্যবস্থপনা করেছেন। অফিস আদেশের ক্রম অনুযায়ী গাড়িতে বসার ব্যবস্থা। রুমমেট পরস্পরের খোঁজ রাখতে হবে। এতে করে সময়ের কাজ সময় করা আরো সহজ হয়ে গেলো।

স্কুল ভিজিট:

প্রশিক্ষণের ফাঁকে আমাদের স্কুল ভিজিটে পাঠানো হয়েছিল। আমরা আমাদের কো অর্ডিনেটরের নেতৃত্বে Ruamrudee Inter-national School ভিজিটে গিয়েছিলাম। ব্যাংকক শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি বিস্ময়কর স্থানে এটি অবস্থিত। এখানে শিক্ষার সর্বসাম্প্রি-তক প্রযুক্তির যেমন সন্নিবেশ ঘটেছে, তেমনি বয়সভিত্তিক শিক্ষার সন্নিবেশ। বিষয়ভিত্তিক ক্লাসরুমগুলো এমনভাবে সাজানো, যেখানে রাখা আছে পাঠ্যপুস্তক ও লেসন সংশ্লিষ্ট সকল উপকরণ। মজার ব্যাপার হলো শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে বসে থাকেন আর শিক্ষার্থীরা তাদের রুটিন অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষ পরিবর্তন করে থাকে। এখানে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, জাতিগত ব্যাকগ্রাউন্ড এবং তাদের সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞত-

াগুলি থেকে শিশুকে স্বাগত জানানো হয়, যা তাদেরকে উষ্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ, নিরাপদ এবং যত্নশীল একটি শিক্ষণ পরিবেশ প্রদানে সহায়তা করে।

অতুলনীয় সুন্দর কিছু স্থান

শান্তি চাই পার্ক: শহরের ভেতরে একটা ছোট্ট পার্ক। মাত্র ৩ একরের। রাজা ভূমিবলের ৭২ তম জন্মদিন উপলক্ষে চিনি কারখানার পরিত্যক্ত স্থানকে কাজে লাগিয়ে এ পার্কটি করা হয়।

সূর্য মন্দির: থাইল্যান্ডের চারপাশে রয়েছে ৩১০০ বৌদ্ধ মন্দির। থাইতে এগুলো ওয়াট নামে পরিচিত। এদের মধ্যে একটি ওয়াট অরুণ বা ডন টেম্পল। এর নামকরণ করা হয় ভারতের সূর্যদেব অরুণের নামে। এই মন্দিরের চারকোণায় চারটি ছোট মন্দির আছে। যেখানে চারটি মন্দিররক্ষী মূর্তি রয়েছে।

আমরা গাড়িযোগে পাতোয়া সিটি গিয়েছিলাম বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত দেখার জন্য। কিন্তু ঝড় বৃষ্টির কারণে সেটা উপভোগ করতে পারলাম না।

আর্ট ইন প্যারাডাইস: পৃথিবীর বৃহত্তম ইন্টারএ-ক্টিভ থ্রিডি জাদুঘর ব্যাংককেই। এটি আমাদের সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করলো। এখানে হাত আঁকা সব মাস্টারপিস ছবি রয়েছে! ত্রিমাত্রিক এ শিল্প প্রদর্শনী সত্যিই বিস্ময়কর। এতে আপনার ছবিকে বাস্তবসম্মত করা হয়।

রত্নপ্রদর্শনী: থাইরা রাশিচক্রে খুব বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে মাটির ভেতরে থাকা রত্ন মানুষের ভাগ্য ফেরাতে পারে। এই গ্যালিরিতে এসে আমরা জানলাম মাটির ভেতর থেকে কিভাবে রত্ন সংগ্রহ করা হয়। তারা আমাদের উৎসাহিত করল রাশি অনুসারে রত্ন পাথর কেনার জন্য।

পাতোয়া সিটি প্রাবল দ্বীপ: পশ্চিমে অবস্থিত সুন্দর একটি প্রবাল দ্বীপ। একটি সুন্দর দিন দেখে নৌভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। স্ফটিক স্বচ্ছ জলের মধ্যে সমুদ্রের তলদেশ দেখা যায়। অপূর্ব সুন্দর একটা দ্বীপ। দীপে রয়েছে প্যারাশুট, জল স্কুটার, কলানৌকা, সমুদ্রে হাঁটা ইত্যাদির আয়োজন। প্রচুর ইউরোপীয় পর্যটক এখানে আসেন সানবাথ করতে।

রাজপ্রাসাদ ও পান্নার বুদ্ধ: ব্যাংকক শহরের ভেতরে দুই শ' বছরের পুরনো রাজপ্রাসাদ। বংশ পরম্পরায় ৯ জন থাই রাজা এ প্রাসাদে বাস করছেন। প্রাসাদের বয়স ২০০ বছরের কম নয়। কিন্তু আভিজাত্য একটু ম্লান হয়নি। প্রাসাদটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত। একজন গাইড আমরা সাথে নিয়েছিলাম। তিনি প্রাসাদের ইতিহাস ও বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। প্রাসাদের মন্দিরের ভেতরে রয়েছে বুদ্ধের বিখ্যাত পান্নার মূর্তি। এটা অবশ্য সাধারণের জন্য সবসময় উন্মুক্ত থাকে না। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন ছিল বুদ্ধের জন্মদিন। তাই সেই মূর্তি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

হাতির খেলা ও কালচারাল শো: থাইল্যান্ডের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহীদের জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। শত শত শিল্পী বিভিন্ন নাচের মাধ্যমে থাই ঐতিহ্য তুলে ধরেন। শো শেষে প্রায় দুই হাতি খেলা দেখালো।

পট্টায়া ভাসমান মাছের বাজার: অষ্টম শ্রেণির বইতে থা খা ফ্লোটিং মার্কেট সম্পর্কে পড়েছি। শিক্ষার্থীদেরও পড়াচ্ছি। কিন্তু কল্পনা এবার বাস্তবে। মিস করিনি ফ্লোটিং মার্কেট ভিজিট করতে। ২০০৮ সাল থেকে এ মার্কেট চালু হয়েছে। নদীর উপর ভাসমান এই মার্কেটে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য সাশ্রয়ী মূল্য পাওয়া যায়।

উপসংহার

পরিশেষে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অর্জনের মাধ্যমে থাইল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থা, কারিকুলাম, সংস্কৃতি, জীবন যাপন ইত্যাদির সাথে পরিচয় করাতে যে সকল কর্মকর্তা সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ কে এরকম দারুণ একটি সুযোগ দেয়ার জন্য।

লেখক: সহকারী শিক্ষক, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর।

বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ: ইতিহাস ও বর্তমান

শেখ শাহবাজ রিয়াদ

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ইতিহাস

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। ফ্রান্সের বিখ্যাত শিক্ষা সংস্কারক Saint John-Baptiste de la Salle (1651-1719) সর্বপ্রথম ১৬৮৫ সালে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় নেপোলিয়ন ১৮০৮ সালে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য সুপিরিয়র নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৮২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮৩৬ সালে যুক্তরাজ্যে, ১৮৪৬ সালে নেদারল্যান্ডে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কালক্রমে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যক্রমের সূচনা হয় এবং বিভিন্ন পরিসরে বিস্তার লাভ করে।

১৭১৬ সালে ডেনিশ উপনিবেশ স্থাপনকারীদের দ্বারা দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ উপমহাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ইতিহাস সূচিত হয়। ১৮৩৫ সালে মেকলের মিনিউট-এর ফলে উপমহাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষা প্রবর্তনের সূচনা হয়। সেই সময় থেকেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি স্তরভিত্তিক শিক্ষার সূচনা ঘটে। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ সর্বপ্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিদ্যালয়সমূহের জন্য যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রয়োজন মেটাবার দিকেও ডেসপ্যাচ আলোকপাত করে। যার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন ঢাকায় ১৮৫৭, কুমিল্লায় ১৮৬৯, রংপুরে ও আসামের শিলচরে ১৮৮২ নর্মাল স্কুল খোলা স্থাপিত হয়। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণের প্রস্তাব করে। উপমহাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রথম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট মুম্বাই এ ১৯০৬ সালে, কলকাতায় ১৯০৮ সালে এবং ঢাকায় ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত স্যাডলার কমিশন রিপোর্ট মত প্রকাশ করে যে, পেশাগত শিক্ষা ও গবেষণার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর অর্পন করা উচিত উচিত।

বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ

আমাদের দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণের ইতিহাসও বেশ পুরোনো। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আদেশ নং-৫৩, শিক্ষা, তারিখ ৬/০১/১৯০৯ এর মাধ্যমে ঢাকার আরমানিটোলায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলেজটি আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই ছিল। পরবর্তীকালে এটি বর্তমান ঠিকানায়স্থানান্তরিত হয়। কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন ইভান ই. বিস। ১৯০৯-১৯১০ শিক্ষাবর্ষে সর্বমোট ১২ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে কলেজের বি. এড.কোর্স চালু হয়েছিল। গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাট দশকে চট্টগ্রাম, খুলনা, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে বিশাল জায়গা নিয়ে টিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ আছে। ১৪টি কলেজে প্রতি বছর বি.এড ভর্তির ক্ষমতা ৭১১০ জনের। অথচ প্রতি বছর এ কলেজগুলোর ৭০% আসন শূণ্য থেকে যাচ্ছে। ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ভর্তি হয়েছিল মাত্র ১৭২৭ (২৪.২৯%) জন। টিটিসিগুলোতে আসন খালি ছিল ৫৪৩৩ টি (৭৬.৪১%)। সম্পদের এত বড় অপচয় কোনভাবেই কাম্য নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে বি.এড কোন একাডেমিক ডিগ্রি নয়। এটি একটি প্রফেশনাল কোর্স। হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেই ভবিষ্যত শিক্ষকদের এখানে তৈরি করা হয়।

সাধারণভাবে প্রশিক্ষণ বলতে বুঝায় অংশগ্রহণকারীদের কর্মকেন্দ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত সুসংগঠিত কার্যক্রমকে। প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল-কোন নির্ধারিত বিষয়ের উপর জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন। প্রশিক্ষণ বলতে এমন কিছু

কার্যক্রমকে বুঝায় যার মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত এবং প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা যায়। শাব্দিক অর্থে হাতে-কলমে শিক্ষাই হল প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ পেশা উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য বলা হয় 'Education for life; training for a particular profession'. অর্থাৎ জীবন গড়ার জন্য শিক্ষা আর বিশেষ কোন পেশার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ।পৃথিবীর সকল দেশেই চাকুরী-পূর্ব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশে এ সত্যটি একটু দেরীতে উপলব্ধী হয়েছে। সাম্প্রতিককালে সকল কর্মরত শিক্ষকের জন্য বি.এড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভবিষ্যতের যারা শিক্ষকতায় আসবে তাদের জন্যেও চাকুরির পূর্বেই বি.এড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা এখন সময়ের দাবীমাত্র। মানসম্মত শিক্ষার জন্য যেমানসম্মত শিক্ষক প্রয়োজন তা সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতেমানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হওয়া সম্ভব। এ বাস্তবতার আলোকে বিএড ও এমএড কোর্সের পাশাপাশি বিগত এক দশক যাবত সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের সকল বিষয়ের সকল শিক্ষককে সল্পমেয়াদি শিক্ষক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের এমন কোন শিক্ষক পাওয়া যাবে না যিনি বিষয়ভিত্তিক সিপিডি, একীভূত শিক্ষা, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, জীবনদক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা বা ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রশিক্ষণের অন্তত একটি গ্রহণ করেন নি। বরং অধিকাংশ শিক্ষকই উল্লেখিত সবগুলো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যেবিগত কয়েক বছর ধরে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে বি.এড প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে মানহীন বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিংগুলোতে দিন দিন বাড়ছে প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা। ফলে বি.এড প্রশিক্ষণের মান ধরে রাখা যাচ্ছেনা।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা

গ্রন্থালোচনা - মুক্তিযুদ্ধ

রাইফেল, রোটি, আওরাত - আনোয়ার পাশা

মো. তহিদুর রহমান

"রাইফেল রোটি আওরাত" মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা একমাত্র। আরো ট্র্যাজিক ব্যাপার, এ উপন্যাসের লেখক মুক্তিযুদ্ধে নিহত হোন। ২৫ থেকে ২৮ শে মার্চ- এ তিনদিন ঢাকায় ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাবলী, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ঔপন্যাসিক । মাত্র তিনদিনের ঘটনাবলীকে কেন্দ্রে রেখে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তুলে ধরেছেন তিনি । তাতে ফুটে উঠেছে রাষ্ট্রীয় কূটকৌশলে একটি জাতিকে বঞ্চিত করার ইতিহাস তথা মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি এ বইটিতে দেখিয়ে দিয়েছেন ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি কতটা অকার্যকর ছিলো । অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়া কতটা জরুরী ছিল এবং এটিই ছিল একমাত্র সমাধান। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আল-বদর বাহিনীর হাতে শহীদ হন আনোয়ার পাশা। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দাঁড়িয়েও এই অসামান্য বইটি তিনি নতুন প্রজন্মের জন্য কালসাক্ষ্য হিসেবে রেখে গিয়েছেন। এতো বছর পরও যখন কিছু লোক স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকান্ডকে জায়েজ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তখন এই বইটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। এটি হতে পারে তাদের জন্য মোক্ষম দাওয়াই।

বইয়ের ভূমিকা অংশে লেখা - 'মানুষ এবং পশুর মধ্যে বড় একটা পার্থক্য হচ্ছে, পশু একমাত্র বর্তমানকেই দেখে, মানুষ দেখে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে একসঙ্গে বিবেচনা করে।' কথাটি আলাদাভাবে মন কেঁড়ে নেয়। সত্যি তাই। ২৫ তারিখ মধ্যরাতে অবিশ্বাস্য ঝড়ে তছনছ-লণ্ডভণ্ড ঢাকা শহর মুহূর্তের মধ্যে এক মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য লাশ। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় নিজের পরিবারের বাঁচার অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকেও 'রাইফেল, রোটি, আওরাত'- এর মতো ছোট একটি উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সব প্রেক্ষাপট অনন্যসাধারণ দক্ষতায় তুলে ধরা হয়েছে।

উপন্যাসের মূল চরিত্র সুদীপ্ত শাহিন। পঞ্চাশের দাঙ্গার পর পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে ঢাকায় আসেন। পূর্বপুরুষের দিক থেকে অবাঙ্গালি হলেও পৈত্রিক সূত্রে মুসলমান। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। তাঁর ঘরের যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হচ্ছে বই। রাশি রাশি ছড়ানো বই দেখে পাকসেনারা মনে করে ঘরে কেউ নেই। মনুষ্যশূন্য ঘর ভেবে তারা চলে যায়। প্রাণে বেঁচে যায় সুদীপ্ত শাহিন।

তাঁর মানবিকতাবোধ অসাধারণ। তিনি মনে করেন বিনা বিচারে কাউকে শাস্তি দেয়া উচিত না। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকটি ওয়াজেদের, 'সময় এলে এবার দেখবেন স্যার, দেশকে বিহারী শূন্য

করে ছাড়ব।'- কথাটি শুনে বলেন, 'কাজটা সেই পাঞ্জাবিদের মতো হবে, আমরা এখন যাদেরকে প্রবলভাবে ঘৃণা করছি।'

গল্পের ধারাবাহিকতায় আমরা একে একে পরিচিত হই সুদীপ্তর বন্ধু আওয়ামী লীগার ফিরোজ'র সঙ্গে। দেখা পাই দালাল খালেক, মালেককে। সহকর্মী, ছাত্র তো বটেই এমনকি হানাদারবাহিনী কর্তৃক আপন ভাই হত্যা, ভাবী-ভাইজিকে শারীরিক নির্যাতনের আভাস থাকার পরেও, যাদের পাকিস্তান প্রেমে ভাটা পড়ে না। বরং পাকিস্তানীদের উদার মানবিকতার (!) উদাহরণ দিতে গিয়ে বলে, 'আর্মিও জেনারসিটি দেখুন, মেয়েদের ফেরৎ পাঠাবার সময় চিকিৎসার জন্য তিনশো টাকাও দিয়েছে। দে আর কোয়াইট সেন্সিবল ফেলো।'

ফিরোজের চাচা জামায়াতে ইসলামীর নেতা গাজী সাহেব, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক থেকে জগন্নাথ হলের ছাত্র, রাজারবাগ পুলিশ হাসিম শেখ থেকে রোকেয়া হলের হামিদা, যুদ্ধের ডামাডোলে ব্যবসায়ী হয়ে যাওয়া হাশমতের বদলে যাওয়া, ফিরোজের প্রতিবেশী আফরোজা সাবীর, হাসিম শেখকে আশ্রয়দানকারী যুবতী জননী, বুলা, জামাল সাহেব... এরকম অসংখ্য চরিত্র'র বয়ানে মুক্তিযুদ্ধের নানান দিক তুলে ধরেছেন লেখক।

যুদ্ধকালীন রাজনীতি, আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক শেখ মুজিবুরের আজন্ম সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের নির্মোহ বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে। আজও যারা প্রোপাগান্ডা চালায় ৭১-এ শেখ মুজিবুরের নানান সিদ্ধান্ত নিয়ে, তাদের জন্যে এ বই অবশ্যই পাঠ্য। রাইফেল, রোটি, আওরাত থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। সুদীপ্তর ভাষায়, ব ঙ্গ ব ন্ধু র সাতই মার্চের ভাষণ, সেই কণ্ঠস্বর একবার তা যে বাঙালির কানে গেছে জীবনের মতো সে হয়ে গেছে অন্যমানুষ। কিন্তু হয়নি যারা? তারা মানুষ নয়, তারা রক্তলোভী পিশাচের দল।

গল্পের জামাল (যিনি মুক্তিযুদ্ধাদের সংগঠক) বলছেন-"মুজিব ভাই ধরা না দিলে ভালো করতেন । তিনি যে ভেবেছিলেন তাকে পেলে ওরা আর সাধারণ মানুষকে মারবে না, সেটা এই দুই দিনে মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি আজ বাইরে থাকলে আমাদের কাজ সহজ হতো।"

'কিন্তু ভবিষ্যতে প্রমাণিত হবে তার রাজনৈতিক দর্শন অনুসারে তিনি ধরা দিয়েই সর্বপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন' -বলে উঠেন বুলা (বাম ধারার রাজনীতির সাথে জড়িত গেরিলা যোদ্ধা)।

সুদীপ্তর বন্ধু ফিরোজের ভাষায়,'মুজিব ভাই কারো কথা শুনেননি, ঢাকা ছেড়ে যেতে রাজী হননি, আমার দেশের মানুষকে বিপদের মুখে ফেলে আমি নিরাপত্তার সন্ধানে বেরুব, অসম্ভব। এমন মানসিকতা বহন করতে পারেন একমাত্র বোধহয় ঐ লোকটিই। অন্ততঃ পাকিস্তানে আর কেউ তা পারেনি'।

মুক্তিযুদ্ধ আসলে কী, কেমনসব পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষেররা গিয়েছেন তা বইয়ের প্রতিটি পাতাই বলে দেয়। যেমন- মনিরুজ্জামানের স্ত্রী, স্বামীর লাশের পাশে আহত জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে দেখতে পেয়ে, বাসন্তী গুহঠাকুরতার দরজায় কড়া নেড়ে ডেকে বলেন, 'দিদি, বের হন। আপনার সাহেবকে ঘরে নিন। আমার সাহেব মারা গেছেন। আপনার সাহেব এখনও বেঁচে আছেন'। অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেয়া দুঃসহ বাস্তবতা এরকম আরো অনেক মুহূর্ত'র খণ্ডচিত্র ছোট্ট এই উপন্যাসে।

উপন্যাসের শেষদিকে দেখতে পাই, ২৫তারিখে যে অবিরাম পথ চলা শুরু হয়েছিল তার তিনদিন পর যখন সুদীপ্ত পিঠ লাগিয়ে শোবার সুযোগ পায়, তখন পাশের জামাল সাহেবকে ছাড়া আর কেউ কাউকে চেনে না। সেই পরিচয়ের সূত্রপাতও মাত্র ২-৩ ঘন্টা আগে । তা সত্ত্বেও সবাই যেন আপন। সবাই নতুন দিনের স্বপ্ন বিভোর। মুক্তিযুদ্ধ তখনও পুরোপুরি আরম্ভ হয়নি। চারদিকে হানাদার বাহিনীর একতরফা বাঙালি নিধনযজ্ঞ চলছিলো। সারাদেশের বেশিরভাগই মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। তখন লেখকের মতো আর কেউ কি দ্যার্থহীণ কণ্ঠে এসব কথা বলতে বা লিখতে পেরেছেন ?

একটা দুঃসহ সময়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও, একেবারে শূন্য হাতেও সুদীপ্ত শাহিনরা স্বাধীন একটি দেশের স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন। হতাশায় মুষড়ে পড়েননি। এখন আমরা প্রায়ই এই দেশটার কিচ্ছু হবে না বলে হাল ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চাই। প্রায়ই একরাশ হতাশা ভর করে। ভেঙ্গে পড়ি। কটূ কথা বলি। এমন একটি পরিস্থিতে এই উপন্যাসটা আপনাকে-আমাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে প্রেরণা যোগাবে, এটা আমি নিশ্চিত করা বলতে পারি।

"... নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত। সে আর কতোদূরে। বেশি দূরে হতে পারে না। মাত্র এই রাতটুকু তো! মা ভৈঃ। কেটে যাবে।"

"রাইফেল, রোটি, আওরাত"-বইটি সার্থকতা এখানেই।

লেখক: সহকারী শিক্ষক, পানছড়ি ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

লেখা পাঠান

আপনার এলাকার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে লিখুন। প্রতিষ্ঠানটি কেন সেরা? তারা কী বিশেষ পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করে। কী তাদের বিশেষত্ব।

বাতায়ন ম্যাগ-এ আপনার প্রিয় বই নিয়ে লেখা পাঠান। বইটি কেন ভালো লেগেছে, বইটির উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরুন লেখাটিতে। সম্ভব হলে সাথে বইটির প্রচ্ছদের ছবি পাঠাবেন।

শিক্ষক বাতায়ন ম্যাগ-এর জন্য লেখা পাঠান। লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

batayanmag@gmail.com

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষক বাতায়ন এর পক্ষে রফিকুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত এবং জয়দীপ দে কর্তৃক সম্পাদিত। উপদেষ্টা সম্পাদক: চন্দন কুমার বর্ম্মণ। মুঠোফোন: ০১৭২৭-৭৭৭৯৪৪
ইমেইল :batayanmag@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.teachers.gov.bd